যুগান্তর

তারিখ 14 APR 2012
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৮

দুর্গম চর এলাকায় মাতৃস্বাস্থ্য ও নারী শিক্ষার করুণ দশা

স্বপন চৌধুরী, *সিরাজগঞ্জ থেকে*

সিরাজগঞ্জের দুর্গম চরাঞ্চল ও নদীভাঙন এলাকায় মাতৃস্বাস্থ্য ও নারী শিক্ষা ব্যবস্থায় করুণ দশা বিরাজ করছে। বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইউএসএ আইডি, সিরাজগঞ্জ উত্তরণ মহিলা সংস্থা (সামস), নারী প্রগতি সংঘ ও এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সিরাজগঞ্জ ভিত্তিক পাবলিক পলিসি ফোরাম (ডিপিপিএফ) পরিচালিত এক অনুসন্ধানে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর ও উল্লাপাড়া উপজেলার দুর্গম অঞ্চলের ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে। এ সংক্রান্ত বিষয় অবহিত করার জন্য সিরাজগঞ্জ উত্তরণ মহিলা সংস্থা কার্যালয়ে মুক্তিযোদ্ধা এসএম হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে মিসেস সাফিনা লোহানী, গাজী রেফাজ উদ্দিন আহমেদ, আসাদ উদ্দিন পবন বক্তব্য দেন।

বক্তারা বলেন, কাজীপুর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের মধ্যে ৭টি যমুনার অপর পাড়ে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ও উল্লাপাড়া উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬টি বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙন এলাকায় অবস্থিত। এসব এলাকায় বসবাসকারী লাখ লাখ মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছেন।

যোগাযোগ, চিকিৎসাসেবা, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব এলাকার মানুষ অনেক পিছিয়ে রয়েছেন। চরের কোন মহিলা সন্তানসম্ভবা হলে প্রসবের সময় তাকে সনাতন আমলের গ্রাম্য ধাত্রীর ওপর নির্ভর করতে হয়। অনেক সময় জটিলতা দেখা দিলে হাসপাতালে নেয়ার জন্য নৌকা ছাড়া কোন বাহন মেলে না। ফলে এসব এলাকায় নিরাপদ প্রসব কল্পনাতীত। মাতৃমৃত্যুর হারও অনেক বেশি। চরাঞ্চলে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের দেখা খুব একটা মেলে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের অতিরিক্ত ঝুঁকি, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতাসহ নানা কারণে চরের মানুষ অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও দুর্গম অঞ্চলে একই হতাশার চিত্র বিরাজমান। সরকারি হিসাবেই, কাজীপুর উপজেলায় প্রাথমিক স্কুলপর্যায়ে শতকরা ২৮ ভাগ ও উল্লাপাড়া উপজেলায় শতকরা ১৬ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। বাস্তবে এ সংখ্যা আরও বেশি। প্রতিনিয়ত এসব স্থানের মেয়েরা বাল্যবিয়ের শিকার হচ্ছে। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, নিরাপত্তাহীনতা, প্রতি গ্রামে স্কুল না থাকা শিক্ষায় অনগ্রসরতার প্রধান কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

দুর্গম চরাঞ্চলসহ নদীসিকস্তি ও ভাঙনকবলিত অঞ্চলে সরকারি সু[illegible] শিক্ষা বৃদ্ধি ও প্রসবকালীন সম্ভাব্য মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার জন্য দ্রুতগতিসম্পন্ন নৌ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা না করলে বিদ্যমান পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে বলে আশংকা প্রকাশ করা হচ্ছে।